সংবাদ

29 DEC 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিকে শহর-গ্রামের বৈষম্য হ্রাস

জেএসসি-জেডিসিতে শহরের প্রতিষ্ঠানই সেরা

• তিন লাখ শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে সমাপনীতে

রাকিব উদ্দিন

পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৫৯ জেলায় সংগতভাবে শহর-গ্রামের বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে। এ জেলাগুলোর ফল প্রায় একইরকম। তাছাড়া ঢাকার বাইরের ৩৯টি উপজেলায় শতভাগ ছাত্রছাত্রী এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু পিছিয়ে পড়েছে পাঁচটি জেলা- কক্সবাজার, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, সিলেট ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া। নিবন্ধন করেও প্রাথমিক ও মাদ্রাসার ইবতেদায়ি পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল বা ঝরে পড়েছে দুই লাখ ১৪ হাজার ১৮০ জন ছাত্রছাত্রী। এ দুই পরীক্ষায় এবার অকৃতকার্য হয়েছে ৮৬ হাজার ৬৫৭ শিক্ষার্থী। এদের বেশির ভাগই লেখাপড়া থেকে ছিটকে পড়তে পারে বলে শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা আশংকা প্রকাশ করেছেন।

এদিকে অষ্টম শ্রেণীর জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও মাদ্রাসার জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষায় প্রায় সব বোর্ডেই শীর্ষস্থান অর্জন করেছে শহরকেন্দ্রিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। এ ছাড়া এ পরীক্ষার জন্য নিবন্ধন করেও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি ৯৮ হাজার ৭৬২ জন ছাত্রছাত্রী। আর এ দুই পরীক্ষায় এবার অকৃতকার্য হয়েছে দুই লাখ ৩৯ হাজার ৯৭৬ ছাত্রছাত্রী। তবে জেএসসি ও জেডিসিতে কেউ এক, দুই কিংবা তিন বিষয়ে অকৃতকার্য হলে উচ্চতর শ্রেণীতে শর্তসাপেক্ষে ভর্তির সুযোগ পায়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী

শহরের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

শহরের : প্রতিষ্ঠানই সেরা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সংবাদকে বলেছেন, 'শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের ফলেই জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলো শীর্ষস্থান দখল করছে। যে যত বেশি টাকা ব্যয় করতে পারছে, সে তত ভালো ফল করছে। আর গ্রামের স্কুলে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ কম হওয়ায় সেসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা বৈষম্যের শিকার। কারণ ক্যাডেট কলেজগুলোর শিক্ষার্থীদের পেছনে রাষ্ট্রীয় খরচ অনেক বেশি। সেসব প্রতিষ্ঠানে আছে পর্যাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারী ও অবকাঠামো সুযোগ-সুবিধা। কিন্তু গ্রামের স্কুলগুলো সেসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত'।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা খাতের সব স্তরে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ সমান থাকায়, সেখানে শহর-গ্রামের মধ্যে বৈষম্য তেমন নেই। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোও একই রকম রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে'।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে শহর-গ্রামের বৈষম্য হ্রাস

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় এবার গড় পাসের হার হলো ৯৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ এবং ইবতেদায়িতে ৯২ দশমিক ৪৫ শতাংশ। গড় পাসের হারে ৫৯টি জেলার ফলাফল প্রায় সমমানের। তবে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো অধিকতর সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন জেলার বাইরে ৩৯টি উপজেলায় শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। এতে সহজেই ধরে নেয়া যায়, শহর এবং গ্রামের বৈষম্য কমেছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নানামুখী উদ্যোগ, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান ও মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাদের নিরলস প্রচেষ্টায় এ সাফল্য এসেছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। প্রাথমিকে শতভাগ সাফল্য অর্জনকারী উপজেলার মধ্যে যশোরের কেশবপুর, ঝিকরগাছা, বাঘার পাড়া, শার্শা ও সদর, বাগের হাটের কচুয়া ও শরনখোলা, মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর ও টঙ্গীবাড়ী, পটুয়াখালীর দুমকী, গলাচিপা, রাঙ্গাবালি ও সদর, জয়পুরহাটের আক্কেলপুর, বরগুনার বামনা, পাথরঘাটা, বেতাগী ও সদর, খুলনার দাকোপ, তেরখাদা ও দিঘলিয়া, চাঁদপুরের শাহরাস্তি, হাজীগঞ্জ ও হাইমচর, ঝালকাঠির নলছিটি ও রাজাপুর, বগুড়ার শিবগঞ্জ, বরিশালের উজিরপুর ও মেহেন্দীগঞ্জ, লালমনিরহাটের কালিগঞ্জ, পাটগ্রাম, সদর, আদিতমারী ও হাতিবান্ধা, মৌলভীবাজারের জুড়ী, কুলাউড়া, শ্রীমঙ্গল ও সদর এবং নবাবগঞ্জের নাচোল। অন্যদিকে পিছিয়ে পড়া পাঁচটি জেলার মধ্যে কক্সবাজারে গড় পাসের হার হলো ৯৩ দশমিক ৬৩ শতাংশ, বান্দরবানে ৯২ দশমিক ৩৪ শতাংশ, খাগড়াছড়িতে ৯৫ দশমিক ৫১ শতাংশ, সিলেটে ৯৩ দশমিক ৫৩ শতাংশ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৯৩ দশমিক ৫৬ শতাংশ।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব এমএম নিয়াজউদ্দিন গতকাল সংবাদকে বলেছেন, 'ফলাফলে পিছিয়ে পড়া ৫-৬টি জেলা আমরা শনাক্ত করেছি। এখন থেকেই এসব জেলার প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশেষভাবে উদ্যোগ নেয়া হবে'। তিনি বলেন, 'আমরা সারাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান একই পর্যায়ে নিয়ে আসার লক্ষে কাজ করছি'।

জেএসসি ও জেডিসি : জেএসসিতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের শীর্ষ ২০ প্রতিষ্ঠানের ১২টিই (১ম ও ২য় স্থানসহ) ঢাকা মহানগরীর। বাকি ৮টি প্রতিষ্ঠানও বিভিন্ন জেলার সদরে অবস্থিত। রাজশাহী জেলার সেরা ২০ প্রতিষ্ঠানের সবকটিই জেলা ও উপজেলা সদরের। তাছাড়া বাকি ৬টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের শীর্ষস্থানও অর্জন করেছে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত সরকারি হাইস্কুল, মডেল হাইস্কুল কিংবা বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ২০টি সেরা প্রতিষ্ঠানের ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারীসহ সাতটিই ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত; বাকি ১১টি মাদ্রাসাও বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা সদরে অবস্থিত।

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেছেন, 'জেএসসি ও জেডিসিতে গড় পাসের হারে সারাদেশে তেমন বৈষম্য না থাকলেও জিপিএ-৫ বেশি পেয়েছে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত বেশি সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। বিশেষ করে সরকারি হাইস্কুল, জেলা স্কুল, মডেল স্কুল, ক্যাডেট কলেজসহ বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলো বোর্ডের সেরা স্থান দখল করেছে'।